

মাতৃদিবসে! -বিপ্লব

বাঙালী মাতৃমুখী। সব কিছুতেই মা। কেজো দেবতাদের সংখ্যা কম। কাজের দেবতা মানে দেবী-কালি, দুর্গা ইত্যাদি। এটা মাতৃতান্ত্রিক শৈব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। এই মাতৃপ্রধান জনজীবনের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ইসলাম ঢোকায়, ইসলামের পিতা, বাঙালী মাতার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। যার ফল হচ্ছে আউল, বাউল, সুফিদের দল। এখন হয়তো পেট্রোডলারের তালিবানি শিক্ষায় দিনকাল বদলেছে, কিন্তু একটা দীর্ঘসময় ধরে প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার ইসলামে ‘আল্লা’ ছিলেন পিতা এবং সাথে সাথে শক্তি সাধনার জন্য চলতো মাতা শ্যামার পূজো।

জনশ্রুতি এবং অপবাদ বাঙালী ছেলেরা মমস কিড, মায়ের ছেলে। তাই স্ত্রীর হাত ধরে পথ চলতে পারে না। তারা যায় আগে, মেয়েরা পেছনে, পেছনে। স্ত্রীকে পাশে রেখে পথ চলতে বঙ্গপুঞ্জবদের ভীষন আপত্তি বা মানসিক জড়তা। বিশেষজ্ঞরা বলেন এর কারণ বাঙালী পুরুষেরা এতোই মাতে আচ্ছন্ন, স্ত্রীকে জীবনের প্রথম নারী হিসাবে মেনে নিতে মনের গভীরে কোথায় খটকা লাগে!

অপবাদ যাইহোক, নারীকে সর্বদা মা হিসাবে কল্পনা করা বা পূজো করা ধার্মিক নিদান। মনে রাখতে হবে আমাদের ফ্রাকচাড্ড আইডেন্টিটি বা খন্ডিত অস্তিত্ব। যেকোন পুরুষই একাধারে পিতা, পুত্র, স্বামী এবং শেষে পুরুষ। তাই নারীর মাতৃনির্মান একাধারে যেমন মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠতা, অন্যদিকে নারীকে আরো গৃহকোনে ঠেলার সাপ-মইয়ের লুডোঘর।

যাইহোক মা আজ দূরে। তার একটাই ইচ্ছা, যেন দেশে থাকি, সেটা পূরণ হবে কিনা জানি না। তাই পুত্র হিসাবে অপদার্থতা মেনে নেওটাই ভালো। শেষে শ্যামা সঙ্গীতের ভাষাতেই বলিঃ

আমি যদি ভুল করি মা,
তুই যেন গো করিস নে ভুল

মাতৃস্নেহ থেকে কে আর বঞ্চিত হতে চাই?

‘দোষ কারোর নইগো মা!’

জীবনটাই এমন!

